কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৬ ❑ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ❑ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৭ ভাদ্র-১৫ কার্তিক ❑ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৫ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মো. আব্দুস সামাদ
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মেরিনা সারমীন
সচিব (প্রতিকল্প)

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

সহযোগিতায়
মেহেদী হাসান, গ্রন্থাগারিক

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

১৬ অক্টোবর ২০২৩ বিশ্ব খাদ্য দিবস ও বিএডিসি'র ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও রক্ষার্থে বিএডিসি'র কার্যক্রম বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তার সাথে একইসূত্রে গাঁথা। উদ্দেশ্য একই শুধু পরিধি ভিন্ন। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি মাথায় নিয়ে বিএডিসি যাত্রা শুরু করে। এদিনটিতে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও প্রতিবছর বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির মূল্য প্রতিপাদ্য ছিল, 'পানি জীবন, পানিই খাদ্য। কেউ থাকবে না পিছিয়ে।' দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার টেকসই রূপ দিতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসির কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় সৌদি আরব, তিউনিশিয়া, মরক্কো, বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে নন- ইউরিয়া সার আমদানি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তর করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিএডিসি'র আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

ভেতরের পাতায় .....

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপিত.....০৩
সৌদি আরব থেকে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি সার আমাদানির চুক্তি স্বাক্ষর.....০৪
বিএডিসিতে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ উদ্বোধন.....০৫
বিএডিসির খাল খনন ও কালভার্ট নির্মাণে বিপ্লব ঘটেছে কৃষিতে.....০৬
পঁচাত্তরটি বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করবে বিএডিসি.....০৭
গান্ধারিয়া গভীর নলকূপ: ডিজেল থেকে বিদ্যুতায়িত, ৪০০ বিঘায় সবজি চাষ.....০৮
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বিএডিসি'র খামার কৃষি পর্যটনের হাতছানি.....০৯
বিশ্ব খাদ্য দিবস, বিএডিসি ও খাদ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১০
বিএডিসির নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত.....১২
বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন : বর্তমানও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা.....১৩
অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি.....১৮

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপিত

গত ১৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে "শেখ রাসেল দিবস ২০২৩" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়।

শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মো. আব্দুস সামাদ

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মো. আব্দুস সামাদ এর নেতৃত্বে সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেলের জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আজ জাতির পিতার কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের জন্মদিন। দিনটি একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার। শেখ রাসেলের জন্মদিন আনন্দের হলেও এদিন আমাদের মনে পড়ে যায় ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্টের কথা। মাত্র ১০ বছরের শিশু রাসেল পৃথিবীর নৃশংসতম ঘটনা কেবল প্রত্যক্ষই করেনি সে নিজেও এই ঘটনার শিকার। ঘাতকরা জানতো শেখ রাসেলের শরীরেও যে রক্ত প্রবাহমান একদিন সেই রক্ত কথা বলবে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করবে। তাই তারা শেখ রাসেলকেও বাঁচতে দেয়নি। শেখ রাসেলের আত্মা তখনই শান্তি পাবে যদি জাতির পিতা হত্যার আসামীরা শাস্তি পায় এবং একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে ওঠে।

শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদেরকে খেলনা বিতরণ করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মো. আব্দুস সামাদ। এ সময় সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান ও সংস্থার সচিব (প্রতিকল্প) জনাব মেরিনা সারমীনসহ অন্যারা উপস্থিত ছিলেন

বাদ যোহর বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং বিএডিসি'র আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেখ রাসেল বিষয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট বিএডিসি'র সকল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করা হয়। শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে ১৭ অক্টোবর বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সৌদি আরব থেকে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষর

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সৌদি আরব হতে ৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (DAP) সার আমদানির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং সৌদি অ্যারাবিয়ান মাইনিং কোম্পানী (MAADEN) এর মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গত ১৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। বিএডিসি'র পক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি ও সৌদি অ্যারাবিয়ান মাইনিং কোম্পানী (MAADEN) এর পক্ষে পরিচালক জনাব সৌদ আল তামিমি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তারসহ কৃষিমন্ত্রণালয় এবং বিএডিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সৌদি আরব থেকে ডিএপি সার আমদানির লক্ষ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি ও সৌদি অ্যারাবিয়ান মাইনিং কোম্পানী (MAADEN) এর পরিচালক জনাব সৌদ আল তামিমি। এ সময় কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বিএডিসিতে হেপাটাইটিস বি, জরায়ুমুখের ক্যান্সার এবং অন্যান্য টিকাদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

বিএডিসিতে হেপাটাইটিস বি, জরায়ুমুখের ক্যান্সার এবং অন্যান্য টিকাদান সম্পর্কে একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সাবেক সচিব বর্তমানে সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান

বিএডিসিতে হেপাটাইটিস বি, জরায়ুমুখের ক্যান্সার এবং অন্যান্য টিকাদান সম্পর্কে একটি সচেতনতামূলক বৈজ্ঞানিক অধিবেশন ও টিকাদান ক্যাম্পেইন ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সংস্থার সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি সংস্থার মেডিকেল সেন্টার ও ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের এ ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন সংস্থার সাবেক সচিব বর্তমানে সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান। সচেতনতামূলক টিকাদান কর্মসূচিতে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে টিকা গ্রহণ করেন। বিএডিসি'র প্রধান চিকিৎসক জনাব ডা. আফরোজা খানম এবং চিকিৎসক ডা. মোঃ মুশফিক মুর্তজা এর উদ্যোগে এ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।

বিএডিসিতে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের মাঝে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তে কর্মরত সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম টাঙ্গাইলের মধুপুরে বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা হয়।

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি প্রধান অতিথি হিসেবে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জনাব শেখ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সংস্থার টাঙ্গাইলের কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র বীজআলু উৎপাদন ম্যানুয়ালের উপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে আলুবীজ বিভাগের উপসহকারী পরিচালক ও সহকারী পরিচালকদের বীজআলু উৎপাদন ম্যানুয়ালের উপর অনলাইনে সারাদেশে একযোগে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বীজআলু উৎপাদন ম্যানুয়ালের উপর গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থার উপসহকারী পরিচালক ও সহকারী পরিচালকদের ম্যানুয়ালের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন। সে মোতাবেক আলুবীজ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবীর হোসেনের নির্দেশনায় একটি পরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। পরীক্ষা কমিটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিট আগে প্রত্যেক সেন্টারে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করে এবং সব সেন্টারে সবাইকে জুম এ্যাপে কানেক্ট করা হয়।

জনাব মোঃ আবীর হোসেনের জুমের প্রিমিয়াম একাউন্ট দিয়ে একটানা ৩ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে কানেক্টেড থেকে উক্ত পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং অনলাইনে পরীক্ষা মনিটর করা হয়। সেই সাথে পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে নির্দিষ্ট ইমেইলে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের জন্য স্ক্যান করে প্রেরণ করা হয়। এই পরীক্ষাটি সারাদেশে আলুবীজ বিভাগে বেশ সাড়া ফেলেছে।

বীজআলু উৎপাদন ম্যানুয়ালের উপর পরীক্ষা শেষে বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (আলু বীজ) ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবীর হোসেন

বিএডিসির খাল খনন ও কালভার্ট নির্মাণে বিপ্লব ঘটেছে কৃষিতে

শুষ্ক মৌসুমে কৃষিতে সেচের পানির অভাব আর বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির কারণে ক্ষেতে জলাবদ্ধতা থাকায় কৃষকের আহাজারি। সেই সাথে অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান সরকার নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। ব্রীজ, কালভার্ট আর খাল খননের মধ্য দিয়ে সব মিলিয়ে এখন কৃষকের সোনালী সুদিন ফিরেছে। ফলে বদলে যাচ্ছে কৃষির দৃশ্যপট।

বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তির প্রধান কৃষির আধুনিকায়ন করতে নানামুখী কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছে বর্তমান সরকার। তার মধ্যে কৃষি কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেচ কাজের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর এই তিন জেলায় মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে খাল খনন ও পানি নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট নির্মাণসহ বহুমুখী কাজ চলমান রয়েছে।

১ কেজি ধান উৎপাদনে প্রায় ৩ হাজার লিটার পানির প্রয়োজন হয়। তাই কৃষি কাজের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে পানি। পানি ছাড়া কোন কিছুই উৎপাদন করা যায় না। সুতরাং কৃষিপ্রধান এই দেশের তিন জেলার কৃষকের জন্য মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প এক আশীর্বাদের নাম।

বর্ষা মৌসুমে কৃষি জমিতে জলবদ্ধতার কারণে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকার লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়, এই কারণে বর্ষা মৌসুমে কৃষিজাত নিত্যপণ্যের দাম হয়ে যায় আকাশ ছোঁয়া, দাম নাগালের বাইরেও চলে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষের।

এছাড়াও জলাবদ্ধতা ও রাস্তা না থাকায় মাঠ থেকে কৃষিপণ্য পরিবহন ক্ষেত্রেও দেখা যায় নানা ভোগান্তি। এই সকল সমস্যা থেকে স্থায়ীভাবে উত্তরণের জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার নানামুখী কর্মসূচির মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মুজিবনগর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ৪৩৫ টি ছোট, বড়, মাঝারি কালভার্ট।

প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত খাল পরিদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মাহাবুব আলম

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার জগন্নাথপুরের কৃষক হাবিবুর রহমান বলেন, একটা সময় আমাদের মাঠে একটু বৃষ্টি হলে ও বর্ষা মৌসুমে পানি জমে থাকতো কিন্তু গত বছরেও মাঠের দুই প্রান্তে কালভার্ট নির্মাণ হওয়ায় এই সমস্যা থেকে চিরদিনের জন্য আমরা মুক্তি পেয়েছি।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর এলাকার কৃষক আব্দুর রহীম জানান, বানাতখালী খাল খনন হওয়াতে আমাদের কৃষকদের জন্য যেন ঈদ আনন্দ বয়ে এনেছে। সরকারের কাছে আর কিছুই চাওয়ার নেই।

মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার নাগাবিল এলাকার কৃষি উদ্যোক্তা নাহিদ হাসান জানান, বড় নাগার মাঠ থেকে গৌরি নগর গ্রামের ভিতর দিয়ে ভৈরব নদীতে পানি নিষ্কাষণের জন্য একটি খাল থাকলেও কালের পরিক্রমায় সেটি ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে ছিলাম আমরা কয়েক গ্রামের মানুষ। তবে এবার খাল খননের পরে স্থায়ী সমাধান হয়েছে জলাবদ্ধতার।

এ বিষয়ে মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মাহাবুব আলম বলেন, সেই যুগে আলাদিনের যাদুর চেরাগ যেমন তার মালিকের চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করে ছিল ঠিক এই যুগে এসে মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প তেমনি কৃষকদের সকল চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করে চলছে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষির উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন। যে কারণে আজ সমস্ত বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে দেশ পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তন ও দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে নানামুখী প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। আর আমরা মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন করছি।

উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার ১৩টি উপজেলার সেচব্যবস্থার উন্নয়নে ২৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প নামের একটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হয়।

'মুজিব নগর সেচ উন্নয়ন' নামের প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান কাজগুলো হলো- ৫১টি খাল ২২০ কিলোমিটার পুনঃখনন করা, বিদ্যুৎ/সৌরশক্তি চালিত লো-লিফ্ট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন করা ১৩০টি (৫ কিউসেক ২৫টি, ২ কিউসেক ৫০টি, ১ কিউসেক-৩০টি, ০.৫ কিউসেক

২৫টি)। পুরাতন গভীর নলকূপ মেরামত/সংস্কার-৪৮টি, এলএলপি/গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ১৭৮টি (১ হাজার ৫০০ মিটারের ৭৩টি, ১ হাজার ২০০ মিটারের ৫০টি, ১ হাজার মিটারের ৩০টি, ৮০০ মিটারের ২৫টি), ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ ২২৫টি (প্রতিটি ৬০০ মিটার), সৌরশক্তিচালিত পাতকূয়া নির্মাণ করা ১৩০টি। ছোট/মাঝারি/বড় আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৪৩৫টি (ক্রস ড্যাম/ফুটব্রিজ, ক্যাটল ক্রসিং) (বড় আকারের-১৫ টি, মাঝারি আকারের ১২০টি, ছোট আকারের ৩০০টি)। প্রি-পেইডমিটার ক্রয় ৫০টি, পাম্প টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন একটি এবং অফিস ভবন নির্মাণ দুইটি (প্রতিটি ৪ হাজার বর্গফুট)।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কালভার্ট পরিদর্শন করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মাহাবুব আলম

'মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন' নামের প্রকল্পটি ইতোমধ্যেই ৫০ শতাংশের কাজ শেষ হয়েছে। তবে চলমান কাজ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে এই তিন জেলার কৃষকরা ঘটাতে পারবে কৃষি শিল্পের বিপ্লব এমনটিই মনে করছে এই অঞ্চলের সাধারণ কৃষকরা।

সংকলিত : দৈনিক জনবাণী
তারিখ : ১৮ অক্টোবর ২০২৩

পঁচাত্তরটি বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করবে বিএডিসি

সরকার বিএডিসি'র মাধ্যমে সারা দেশে বিভিন্ন আকারের ৭৫টি বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদার করতেই এ সিদ্ধান্ত। এজন্য সরকারের ব্যয় হবে ২৮২ কোটি ৬১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। এ লক্ষ্যে "কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

সম্প্রতি (১২ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি-একনেক সভায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানিয়েছে, বিএডিসি কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এমন উদ্দেশ্যেই কৃষি মন্ত্রণালয় এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)। দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪ জেলার ৪৮৮টি উপজেলাজুড়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। ২০২৬ সালের জুন নাগাদ প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

এদিকে পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের আওতায় ২৫ হাজার ৫০০ মেট্রিকটন ধারণক্ষমতার ৭৫টি বিভিন্ন আয়তনের বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হবে। একই সঙ্গে ১৫ হাজার ৮৪০ বর্গমিটার আয়তনের ৭০টি দফতর নির্মাণ করা হবে। এসব সংরক্ষণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা প্রহরী কক্ষসহ গেট, সীমানা প্রাচীর ও আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এ ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় বীজ ডিলার বা ব্যবসায়ী এবং বিএডিসি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রকল্পটি গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে বলেও জানিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানিয়েছে, সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য উপখাতের অন্যতম কৌশল উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন উপকরণের দক্ষ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পটির মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হবে এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-২ খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। এসব বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি'র লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের প্রস্তাব করে পরিকল্পনা কমিশনের মতামতে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কৃষকের চাহিদা মাফিক গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত "কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে একনেকে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান জানিয়েছেন, কৃষক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়ক ভূমিকা পালন করাই প্রকল্প গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কৃষকের চাহিদা মাফিক গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।

সংকলিত: দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন
তারিখ : ২৪ অক্টোবর ২০২৩

গান্ধারিয়া গভীর নলকূপ: ডিজেল থেকে বিদ্যুতায়িত, ৪০০ বিঘায় সবজি চাষ

প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
সমাপ্ত বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

ঢাকার সাভার উপজেলার বনগাঁও ইউনিয়নের গান্ধারিয়া মৌজায় ১৯৮২ সালে বিএডিসি কর্তৃক ডিজেল চালিত এ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। গভীর নলকূপটি বিএডিসি থেকে কিস্তিতে বিক্রিত, দীর্ঘ ৪০ বছর ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল। ডিজেলচালিত এ গভীর নলকূপের মাধ্যমে চাষাবাদ করে বিগত কয়েক বছর যাবৎ স্থানীয় কৃষকগণ খুবই কষ্টে আছেন। একদিকে ডিজেলের উচ্চ মূল্য, অন্যদিকে প্রায়শই ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় এই স্কিমে সেচ খরচ অত্যাধিক এবং এক এলাকায় পানি দিলে অন্য এলাকায় পানি দেওয়া যায় না। এতে প্রায়শই ক্ষেতের সবজি নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় কৃষকরা এ বিষয়ে সাভার, বিএডিসি অফিসে যোগাযোগ করলে গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ আমি ঢাকা সওকা রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে স্কিমটি প্রথম পরিদর্শন করি। স্কিমটি প্রথম দেখায় আমার কাছে খুব সম্ভাবনাময় মনে হওয়ায় গভীর নলকূপটি বিএডিসি'র মাধ্যমে পরিচালিত করার জন্য আমি এলাকাবাসীদের আবেদন দিতে বলি।

গান্ধারিয়া মৌজায় চালু একটি রাস্তার ধারে তুলনামূলকভাবে উঁচু জায়গায় স্থাপিত গভীর নলকূপটির আওতায় প্রায় ৪০০ বিঘা জমি রয়েছে, যেখানে সারাবছরই সবজি ও কিছু নীচু জমিতে ধান চাষ হয়। এত বড় ও সুন্দর স্কিম সচারাচর চোখে দেখা যায় না, আর ডিজেলচালিত গভীর নলকূপের দিক থেকে সারা বাংলাদেশে এত বড় কোন স্কিম আছে বলে আমার জানা নেই। স্থানীয় কৃষকগণ জানিয়েছেন তাদের উর্বর লাল মাটিতে বছরে ১০/১২ টি পর্যন্ত সবজি ফলানো যায়। গভীর নলকূপটির হাউজিং পাইপ ৯৬ ফুট এবং এটি ৭০ ফুট সেটিংয়ের টারবাইন পাম্প ও লিস্টার ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালু ছিল। পানির ডিসচার্জ বেশ ভালো, তবে ডিসচার্জ বাড়ালে ইঞ্জিন দ্রুত বিকল হয়ে যায়, তাই কৃষকরা কম ডিসচার্জে টিউবওয়েলটি চালাত।

প্রায় ২৫ বছর আগে গান্ধারিয়া গভীর নলকূপের প্রাক্তন স্কিম ম্যানেজার মরহুম আব্দুল গাফফার মাতবরের উদ্যোগে এ গভীর নলকূপের জন্য থ্রি ফেইজ বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় হলো বিদ্যুতের পুলে ৩টি ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার স্থাপন করার কয়েকদিনের মধ্যেই চুরি হয়ে যায়। ফলে এলাকাবাসী নিরাশ হয়ে ডিজেল ইঞ্জিন দিয়েই গভীর নলকূপটি চালাতে থাকে। যদিও গাফফার সাহেবের প্রচেষ্টার ফলে গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়িত না হলেও আশেপাশের সকল বাড়িঘর বিদ্যুতায়িত হওয়ার সুযোগ পায়।

বিএডিসি'র মাধ্যমে স্থাপিত গভীর নলকূপে বিদ্যুৎচালিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল

বিএডিসি'র মাধ্যমে স্থাপিত গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ প্রদান

স্কিমভুক্ত চাষীগণ সকলে এক হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে গত সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ মরহুম গাফফার সাহেবের ছেলে জনাব আলমগীর হোসেন বিএডিসি বরাবর আবেদন করলে আমি দ্বিতীয়বারের মতো প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে ঢাকা (ক্ষুদ্রসেচ) জোনের প্রাক্তন সহকারী প্রকৌশলী তমাল দাশ ও সাভার ইউনিটের মেকানিক জনাব সাইফুল ইসলাম ও হারুন অর রশিদ (অবঃ) সহ স্কিমটি পরিদর্শন করি।

পরবর্তীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএডিসি'র বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) থেকে এ স্কিমটিতে ৩টি ট্রান্সফরমার সরবরাহ করে বিদ্যুৎলাইন নির্মাণ, ৯০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, পাম্পহাউজ পুনঃনির্মাণ এবং ২০০ মিটার ফিতা পাইপ সরবরাহ করা হয়। পূর্বের ইঞ্জিনের পরিবর্তে একটি ৩০ হর্স পাওয়ার মোটর সরবরাহ করে গভীর নলকূপটি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষকের সেচ খরচ অনেক কমে গেছে এবং পুরো ৪০০ বিঘা জমিতে সবজি ও ধান আবাদ করা হচ্ছে।

সারা বাংলাদেশে বিএডিসি স্থাপিত এরকম অসংখ্য ডিজেলচালিত ও পানির স্তর নিচে চলে যাওয়ায় বন্ধ গভীর নলকূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। যেসব এলাকায় সারফেস ওয়াটার বা ভূউপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা খুব কম, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপের মাধ্যমে চাষাবাদ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প উপায় নেই। আমরা বিএডিসি থেকে নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন এবং পুরাতন পরিত্যক্ত গভীর নলকূপ রিসিঙ্কিং/পুনর্বাসনের জন্য বড় আকারের প্রকল্প তৈরি করতে পারি এবং স্বল্প সময়ে জরুরি ভিত্তিতে কিছু গভীর নলকূপ ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের নিজস্ব অর্থায়নেও করতে পারি। তাতে কৃষক লাভবান হবে, দেশে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন হবে।

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বিএডিসি'র খামার কৃষি পর্যটনের হাতছানি

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বিএডিসির ডাল ও তৈলবীজ বর্ধনখামার –

সারি সারি লেক। পানিতে মাছের লুকোচুরি। ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস সাঁতার কাটছে। ভেসে আসছে পাখির কিচিরমিচির। লেকের ভাঁজে ভাঁজে খেজুর, পেঁপে, নারকেল, আনারস, আপেল, কমলা, মাল্টা আর লেবুগাছ। আছে কাজুবাদাম আর কফি গাছও। সুবাস ছড়াচ্ছে গোলাপ, গন্ধরাজ, শিউলি, অপরাজিতা, নীলকণ্ঠ, সাদাকণ্ঠ, মাধবীলতা, হাসনাহেনা, বেলি, রক্তকরবীসহ মনভোলানো ফুল। লেকের ওপর হাঁস-মুরগির খামার। আরেকপাশে গরু, মহিষ ও ভেড়া পালন করা হয়। চোখ জুড়াচ্ছে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। চারপাশ রঙিন করে তুলেছে সরিষা আর সূর্যমুখী। আছে নানা জাতের ঔষধি গাছ। কোথাও গাঢ় জঙ্গল, তাতে সারিবদ্ধ সবুজের মিতালি।

নয়নাভিরাম এ চিত্র নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামারের। এক সময়ের বনদস্যুকবলিত এলাকাটি এখন কৃষি পর্যটনের নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। মেঘনা নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা চরে এক সময় ছিল ম্যানগ্রোভ বা চিরহরিৎ বন। বনদস্যুরা সেই বন কেটে চরের দখল নিয়েছিল।

দেড় যুগ আগে দস্যুদের উৎখাত করে চরের নিয়ন্ত্রণ নেয় প্রশাসন। সেই খাস জমিতে আশ্রয় নিয়েছেন ভূমিহীনরা। প্রায় ১৬৭ একর পতিত জমিতে ২০১৩-১৮ মেয়াদে 'নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সরকার। নতুন করে ২০১৯ থেকে ২০২৪ মেয়াদে 'ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

এর ফলে গত ১০ বছরে দৃশ্যপট বদলে যায়। পতিত জমি হয়ে উঠেছে পর্যটন কেন্দ্র। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন দর্শনার্থীরা। বিনামূল্যে ঘুরে দেখছেন কৃষির বৈচিত্র্য।

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বিএডিসি'র ডাল ও তৈলবীজবর্ধন খামারের নয়নাভিরাম দৃশ্য

নোয়াখালী জেলা শহর থেকে সবুজে ঘেরা পিচঢালা সড়ক ধরে ৪০ কিলোমিটার গেলেই ভূইয়ারহাট এলাকায় বিএডিসির সুবর্ণচর ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার। দৃষ্টিনন্দন মূল ফটক থেকে ভেতরে ঢুকলেই খামারের অপার সৌন্দর্য দর্শনার্থীকে বিমোহিত করবে। খামারজুড়ে আছে ২০ হাজারেরও বেশি গাছ। নজর কাড়ে প্রশাসনিক ভবন ও সুবর্ণরেখা নামের আলিশান গেস্ট হাউস। সূর্য ডোবার পর নেমে আসে নীরবতা। শোনা যাবে শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাক। জানালা খুললেই দেখা মিলবে শিয়ালের দলের। কানে বাজবে নানা পোকামাকড়ের আওয়াজ। জ্যোৎস্না রাত হলে অন্যরকম প্রকৃতি ধরা দেয়।

শীতকালে পরিযায়ী পাখির কলকাকলিতে মুখর থাকে পুরো এলাকা। ওপরে আকাশ আর নিচে সবুজের সমারোহ সৌন্দর্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। ইট বিছানো পথে গাড়িতে ঘুরে দেখা যাবে দৃষ্টিনন্দন পুরো খামার।

ভবিষ্যতে নিজেদের আয়ে এ খামার চলবে বলে আশা প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আজিম উদ্দিনের। তিনি বলেন, শুরুতে উদ্দেশ্য ছিল ডাল ও তেলবীজ বর্ধন করা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠেছে সমন্বিত কৃষি খামার। এখন পর্যন্ত নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনীর অন্তত দুই হাজার কৃষক এখানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রতি বছর ধান, ডাল, তেলসহ নানা জাতের অন্তত সাড়ে তিনশ টন বীজ উৎপাদন হচ্ছে। এ খামার থেকে বছরে অন্তত ৩ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। স্থানীয় বিলুপ্ত ফসল আবার কৃষকের হাতে পৌঁছে দিতে তারা কাজ করছেন।

সুবর্ণচরের বাসিন্দা সাবেক সচিব জনাব এটিএম আতাউর রহমান বলেন, এ খামারকে কৃষি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করার সময় এখনই। উপকূলের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে কৃষি পর্যটন। পাশাপাশি বিনোদন ও ভ্রমণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যকে পরিচিত করানো যাবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'সম্প্রতি আমি দৃষ্টিনন্দন খামারটি ঘুরে এসেছি। এটি হতে পারে দেশের আদর্শ কৃষি পর্যটন কেন্দ্র। চরাঞ্চলের অর্থনীতি ভবিষ্যতে কৃষি পর্যটন দিয়ে চালিত হবে বলে আমি মনে করি।'

সংকলিত : দৈনিক সমকাল
তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিশ্ব খাদ্য দিবস, বিএডিসি ও খাদ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ

আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

মানুষ ও পুরো প্রাণিজগতের টিকে থাকার জন্য অক্সিজেনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান খাদ্য। খাদ্য আমাদের সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখে, শরীরকে শক্তি প্রদান করে এবং খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শারিরীক ও মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে অন্যান্য কার্যাবলি ও সেবাপ্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করে। এ জন্য আমাদের স্বাভাবিক আলোচনায় মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে সবার আগে স্থান পায় খাদ্য-তারপর বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা ও বিনোদন ইত্যাদি। বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। পাকিস্তানী দুঃশাসনে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস লড়াইয়ের পর ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙালি জাতি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় লাভ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীনতার মহান স্থপতি দেশে ফিরেই মানুষের খাদ্য তথা পুরো কৃষিব্যবস্থা নিয়ে মহাপরিকল্পনা শুরু করেন। কারণ, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিলো 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ'। আর সমৃদ্ধ জাতি গঠনের পূর্বশর্ত জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রাণ ও পরিবেশের বৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রেখে দেশকে সবার জন্য বসবাসের যোগ্য করে গড়ে তোলা।

সারাজীবন যে কৃষক-শ্রমিক-দুঃখীদের জন্য বঙ্গবন্ধু 'ভাত ও ভোটের' অধিকারের লড়াই করেছেন একটি বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে সেই বিপুল জনগোষ্ঠীকে খাওয়ানোর গুরুদায় এসে পড়ে বঙ্গবন্ধুর উপর। আর এ কারণেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী সমৃদ্ধ ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে কৃষির উন্নতির মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ জন্যই তিনি কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই তিনি ৩১ মে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-তে এসে খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিএডিসি'র করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বিএডিসি'কে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন। বিএডিসি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে বাংলাদেশের কৃষির অভূতপূর্ব উন্নয়নে অগ্রগামী ভূমিকা রেখে চলেছে।

বর্তমান পৃথিবীকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে বিশ্বের প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের নিরলস ভাবনা ও কর্মযজ্ঞ চলছে। পৃথিবীকে ক্ষুধামুক্ত করতে ভূমিকা রাখার জন্য 'বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি' (ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম) ২০২০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে। জাতিসংঘ ও এর খাদ্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংস্থাসমূহ বিশ্বকে দারিদ্র্যের পাশাপাশি ক্ষুধামুক্ত করার জন্য 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' নির্ধারণ করেছে যা Sustainable Development Goal (SDG) নামে পরিচিত। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্বের সবকটি দেশ ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করেছে। এসডিজিতে মোট ১৭ টি লক্ষ্য যার প্রথম তিনটি সরাসরি কৃষির সঙ্গে জড়িত। এসডিজি বাস্তবায়নে জাতিসংঘ স্বীকৃত বিশ্বের সকল জাতি চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সাফল্যজনকভাবে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ' গঠনে অন্যতম সহযোগী হিসেবে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।

দুর্নীতি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য-একটি দেশ ও জাতির উন্নতির পথে প্রধান তিনটি অন্তরায়। এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহিষ্ণু' (Zero Tolerance) নীতি ঘোষণাপূর্বক দেশের কল্যাণমূলক নানা উদ্যোগ, কর্ম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। আর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি কৃষক, মাঠ প্রশাসন ও কৃষি বিষয়ক মন্ত্রণলায়-দপ্তর-সংস্থাগুলোর ঐক্যবদ্ধ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যকে যুগপৎ একই ফ্রেমে রেখে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই অভাবনীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গর্বিত অংশীদার বিএডিসি। 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২৩'- এ কৃষি, বিএডিসি ও খাদ্য নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য:

এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'পানি জীবন, পানিই খাদ্য, কেউ থাকবে না পিছিয়ে (Leave no one behind: water is life is food)। প্রতিপাদ্য থেকে এটি স্পষ্ট, পানি আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । একই সঙ্গে একটি টেকসই, কার্যকর, কল্যাণকর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের পানি ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। কেননা পানির ব্যবহারের উপর নির্ভর করে আমাদের খাদ্য উৎপাদন ও অন্যান্য কৃষিভিত্তিক কাজ। বর্তমানে সারা বিশ্বে পানি স্বল্পতা অন্যতম সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় বিশ্বের অনেক অঞ্চলে কৃষি কাজ ব্যাহত হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মানুষ পানির কষ্টে রয়েছে। আমরা আরো জানি যে, পৃথিবীর পানির সকল উৎসের মধ্যে মাত্র ২.৫ শতাংশ পানি খাবার ও কৃষি কাজে ব্যবহার করতে পারি। এই মিঠা জলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কৃষি কাজে ব্যবহার হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শহরায়ন, শিল্পে পানির ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মিঠা পানি ক্রমশ কমে যাচ্ছে। একইসাথে পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে পানির অপব্যবহার বাড়ছে। তাই পানির যথাযথ ব্যবহার সারা বিশ্বের মানুষের জন্য নয়া প্রতিবন্ধতকা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। পানির সাথে কৃষি উৎপাদনের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি প্রাণির জীবন রক্ষার্থে এক অপরিহার্য উপাদানের নাম পানি। তাই পানির অপর নাম জীবন বলে জানি। উদ্ভিদের সকল পুষ্টি উপাদানের মধ্যে পানি অন্যতম। প্রাণির দেহের ৭০ শতাংশ পানি রয়েছে। তাই পানির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে

ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো যতটা দরকার; একইসাথে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যথাযথ পানি ব্যবহারে নীতিমালার বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। কৃষি কাজে সেচের পানি যথাযথ ব্যবহারে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে পানির অপচয় কমাতে হবে। কৃষি উপকরণ সেবা প্রদানের মধ্যে কৃষকের সেচ সুবিধা প্রদান করা অন্যতম বিএডিসি'র ম্যান্ডেট। সে অনুযায়ী বিএডিসি ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারে নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ ও এসডিজি ২০৩০ সামনে রেখে ইতোমধ্যে সেচকেন্দ্রিক আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ড্রোন ব্যবহার ও জিও ইমেজিং প্রযুক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে সেচ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পানির অপচয়রোধকে বিএডিসি কর্মপরিকল্পনা অভিলক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন গোল (এসডিজি) তে পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে 'গোল-৬' সেট করা হয়েছে। এই গোলের অধীনে ৬ (ছয়)টি টার্গেট রয়েছে। লক্ষ্য ৬.৪ এ বলা হয়েছে "By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity " এই টার্গেটে সকলক্ষেত্রে মিঠা পানির সঠিক ব্যবহার করে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির টেকসই উত্তোলন ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পানি ও খাদ্য:

আমাদের মোট খাদ্যের প্রায় ৯৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় মাটি ও পানির মাধ্যমে অর্থাৎ উদ্ভিদ দ্বারা । পানি ছাড়া যেমন কোন জীব বাঁচতে পারে না। তেমন করে পানি ছাড়া উদ্ভিদও বাঁচতে পারে না। এজন্যই পানিকে 'ফ্লুইড অফ লাইফ' বলা হয়। উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশকীয় ১৬ টি উপাদান রয়েছে (যেমন: নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি)। এছাড়াও উদ্ভিদ পুষ্টি (Plant Nutrients) উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন এবং অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পানি থেকে গ্রহণ করে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করে থাকি; অক্সিজেনও পানির মাধ্যমে উদ্ভিদ তৈরি করে পৃথিবীতে নির্গমন করে থাকে। তাই পানির সাথে উদ্ভিদ ও জীবের সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সামগ্রিক উন্নয়নে সঠিক ও পরিকল্পিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অপরিসীম। পানির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিবছর বৈশ্বিকভাবে ২২ মার্চ বিশ্বে পানি দিবস পালিত হয়। কৃষকের খাদ্য উৎপাদনে সরাসরি পানির অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। এজন্য পানি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহিষ্ণু ব-দ্বীপ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' প্রণয়ন করেছে। প্রতিটি ফসল উৎপাদনে পানির গুরুত্ব অপরসীম। নিয়মিত সেচ প্রদান ও পরিচর্যার মাধ্যমে কৃষকরা ফসল ফলান। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খরা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে উত্তরের জনপদে সেচের পানির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে। এসব কারণে পানির সুষম ব্যবহার না করলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফসল উৎপাদনে শীর্ষ দশ অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের ২২ (বাইশ) টি ফসল রয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ পাট উৎপাদনে বিশ্বে ২য়, চাল উৎপাদনে বিশ্বে ৩য়, আলু উৎপাদনে বিশ্বে ৭ম স্থান দখল করে নিয়েছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কৃষির এই অগ্রযাত্রা গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএডিসি, ওয়ারপো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একযোগে কাজ করে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য সকল ঝুকি মোকাবেলা করে কৃষকের দোড়গোড়ায় সেচের পানি পৌছে দিতে হবে।

বিএডিসি'র পরিকল্পনা:

টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের জন্য বিএডিসিও ২০৩০ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিএডিসি'র সকল খামারে ড্রোন ভিত্তিক জিও ইমেজিং এবং স্মার্ট সেচ ব্যবস্থা ব্যবহার করে সেচ এবং স্প্রে করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়াও কৃষকদের সেচের পানির সুবিধা দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে বিএডিসি ২০২৪ সাল থেকে ২০৩০ সাল অবধি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী মোট ৫২ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, ভাসমান পাম্প স্থাপন, সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন, রাবার ড্যাম ও হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ , ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা ও পানির স্তর পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন, পানির অপচয়রোধে স্মার্টকার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন এবং স্প্রিংকলার ও ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন। এসব কাজ বাস্তবায়ন হলে অনেকাংশে পানির অপচয়, অপরিকল্পিত পানির ব্যবহার, ভূউপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার করে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন করে এসডিজি-৩০ গোল অর্জনে অন্যতম ভূমিকা পালন করবে বিএডসি।

বিএডিসি সেচ সুবিধা কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌছে দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে খাদ্যকে মানুষের দুয়ারে পৌছে দিতে বঙ্গবন্ধু কৃষিকে দিয়েছিলেন সর্বাধিক গুরুত্ব। সেই মূলমন্ত্র ধারণ করে কৃষি মন্ত্রণালয় তার সকল সংস্থা, দপ্তর নিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এর নির্দেশনায় বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নির্দেশে বিএডিসি বাংলাদেশের খাদ্যলড়াইয়ের অন্যতম অগ্রসেনা হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য 'ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমূখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা এবং জনসাধারণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা' কে সামনে রেখে নিরাপদ ও পুষ্টিকর ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে চলেছে বিএডিসি।

বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে কৃষি উন্নয়নে সংস্থাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিগত ১৯৯৯ সালের ১০ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএডিসি'র পুনর্গঠন করেন। ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এসে বিএডিসি'র মাধ্যমে সার আমদানি ও বিতরণ, উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম ও রাবার ড্যামসহ অত্যাধুনিক বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। এ দীর্ঘ সময়ে

বিএডিসি উন্নত বীজ, সেচ ও সার সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। যার কারণে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিএডিসি ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭ (স্বর্ণপদক) লাভ করে।

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল সম্পদে পূর্ণ। সে কারণেই এই ভূখণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে আরব ও ইউরোপীয় বণিকরা। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এই ভূখণ্ডে টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত বলে লিখেছেন। চীনা পর্যটকরা লিখেছেন বাঙালির পরিশ্রমী সত্তার কথা। তাই আমাদের খাদ্য নিয়ে ভয় কোনোকালে ছিলোনা। ছিল শাসকদের নিয়ে, যারা আমাদের ফসল লোপাট করে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের দুর্ভিক্ষে রেখেছে। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে বাংলার ৪০ লক্ষ মানুষ মরে যায় চার্চিলের নীতির কারণে। তার পূর্বপুরুষ দখলদার ক্লাইভের নীতির কারণে ১৭৭২ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। অথচ এ সময়েও বাংলার কৃষক ফসল ফলায়, বিপুল পরিমাণ ফসল। এ কারণেই নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে ইতিবাচক নীতি প্রণয়ন করলে বাংলায় ফসলের প্রাচুর্য দেখা যায়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা কৃষির এই অমিত শক্তি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যার বাজেটে কৃষিতে অধিক বরাদ্দ থাকে এবং কৃষকের জন্য ভর্তুকিতে কার্পণ্য থাকেনা। পাশাপাশি কৃষি বিষয়ক দপ্তর সংস্থার প্রতি আলাদা গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অন্যদিকে মক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তি ক্ষমতায় থাকতে কৃষককে সারের জন্য প্রাণ দিতে হয়, বিএডিসি'র মত গণকল্যাণকামী মহীরূহ প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করার ঘৃণ্য উদ্যোগ আসে। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএডিসিসহ কৃষি মন্ত্রণালয়কে আলাদা গুরুত্ব প্রদান করে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য লড়াই করে চলেছেন।

দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার টেকসই রূপ দিতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসির কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় সৌদি আরব, তিউনিশিয়া, মরক্কো, বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে নন-ইউরিয়া সার আমদানি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তর করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদী রাখা যাবে না মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি'র নির্দেশে কৃষিখাতকে আধুনিকায়ন ও কৃষকপর্যায়ে কৃষিবিষয়ক উপকরণসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর, সংস্থাগুলো দক্ষতার সঙ্গে পৌছে দেওয়ায় বদলে গেছে বাংলার কৃষির চেহারা। বাংলাদেশ তাই এখন দানাদার শস্য ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ। প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিএডিসি'র আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। বিশ্ব খাদ্য দিবসে প্রত্যাশা থাকবে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে বিএডিসি'র কর্মীদের মতই নিরলস শ্রম দিয়ে যাবে প্রতিটি মানুষ ও প্রতিষ্ঠান। সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ হবে খাদ্যে পরিপূর্ণ আমাদের প্রিয় স্বদেশ, পরম ভালোবাসার জন্মভূমি। বিশ্ব খাদ্য দিবসে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি আন্তরিক অভিবাদন রইল। এই ১৬ অক্টোবরই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হিসেবে পালিত হয়। 'যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাঁদের জন্য' এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে বিএডিসি বাংলাদেশের কৃষির অপরিহার্য অনুসঙ্গ বীজ, সেচ ও সারকে কৃষকের জন্য সহজলভ্য করেছে। পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল, রপ্তানিযোগ্য উন্নত ফসল উৎপাদনে সহযোগিতা করছে। বিএডিসির বীজ, সার ও সেচের প্রতি কৃষকের অসীম আস্থা। কারণ, বিগত অর্ধশত বছরের বেশি সময় বিএডিসি কৃষকদের নিরিবিচ্ছিন্ন সেবা-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। আজ এবং আগামীতে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের যোগান দিতে বিএডিসি'র কার্যক্রম অবিরাম চলমান রইবে- বিশ্ব খাদ্য দিবসে এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

বিএডিসির নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন" শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

দেশের ০৬টি বিভাগে ২১ টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হতে যাওয়া প্রকল্পটির মোট ব্যয় প্রায় ২০২ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৮ তারিখ পর্যন্ত। প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ও পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে বছরে প্রায় ২৪২০৪.৫৫ মে.টন খাদ্য শস্য ও বিভিন্ন প্রজাতির নিরাপদ বিষমুক্ত ফুল, ফল ও সবজি উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে।

প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মাহাবুব আলম জানান, এ প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত নিরাপদ ও বিষমুক্ত ফুল, ফল, সবজি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভবপর হবে যা দেশের কৃষিব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকীরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপির নির্দেশে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি দ্রুততার সাথে প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখেন।

বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ড. মো. মাহবুবুর রহমান, যুগ্মপরিচালক (বীবি) বিএডিসি, বরিশাল

গুণগতমানসম্পন্ন কৃষি উপকরণাদির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত। ফসল উৎপাদনে বীজ একটি মৌলিক উপকরণ এবং জীবন্ত শিল্পজাত পণ্য। কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে ভালো বীজ এককভাবে ১৫-২০% ফলন বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম। অন্যান্য কৃষি উপকরণ যেমন সার, সেচ, বালাইনাশক ইত্যাদির কার্যকারিতা বীজের গুণগতমানের উপর নির্ভরশীল। বীজ মানসম্পন্ন না হলে বর্ণিত উপকরণগুলোর কার্যকারিতা কমে যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপচয় হয়। সুতরাং ফসলের উচ্চ ফলন নিশ্চিতকরণকল্পে গুণগতমানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। বর্তমান সরকার ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে সারের মূল্য ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনার ৬০-৭০% কমিয়েছে। প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ গ্রহণ সহজতর করেছে। এখন যদি স্বল্পমূল্যে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী গুণগতমানসম্পন্ন বীজ কৃষকের হাতে পৌঁছে দেয়া যায়, তাহলে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তা অবশ্যই সহায়ক হবে। সুতরাং সারাদেশের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে তার আলোকে আগামী দিনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ফসলসমূহের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ছিল ১১.২৩ লক্ষ মে.টন। উল্লিখিত চাহিদার ১৩.৩১% বীজ বিএডিসি, ৪.০১% বীজ ডিএই এবং ১১.৫৪% বীজ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহ করা হয়েছে বলে বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় চাহিদার ২৮.৮৬% বীজের উৎস ও বীজমান সম্পর্কে জানা যায় কিন্তু ৭১.১৪% বীজের সঠিক উৎস এবং গুণগতমান অজানা। তবে এই তথ্য হতাশাজনক নয় বরং এর মাঝেও আলোর হাতছানি আছে যা নিম্নের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে জানা যাবে।

টেবিল নং ১: ২০২২-২৩ বিতরণবর্ষে বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ও যোগানের শতকরা হার

ফসলের নাম	বীজের চাহিদা	বীজের জোগান (মে.টন)				শতকরা হার (%)			
		বিএডিসি	ডিএই	বেসরকারি	মোট	বিএডিসি	ডিএই	বেসরকারি	মোট
আউশ ধানবীজ (উফশী)	২৭৩৭৫	৬৬৩৯	৪৯০০	১০৭১	১২৬১০	২৪.২৫	১৭.৯০	৩.৯১	৪৬.০৬
আমন ধানবীজ (উফশী	১৩৫৪০৫	২৪৯৬৫	১৩৬২৮	১৫২০০	৫৩৭৯৩	১৮.৪৪	১০.০৬	১১.২৩	৩৯.৭৩
বোরো ধানবীজ (উফশী)	১১৪৫২৫	৬৫৬৯০	২০৫২০	৪৫৭৪০	১৩১৯৫০	৫৭.৩৬	১৭.৯২	৩৯.৯৪	১১৫.২২
গমবীজ	৪৪৬১৮	১৫৮০১	২৭১১	৭৩৫	১৯২৪৭	৩৫.৪১	৬.০৮	১.৬৫	৪৩.১৪
বীজআলু	৭৫১৪১০	৩২২৩৫	৪০	৬৫৯৭১	৯৮২৪৬	৪.২৯	০.০১	৮.৭৮	১৩.০৭
ডালজাতীয় ফসলের বীজ	২৫৩৭০	১৬১৯	১২৭৫	১২৫	৩০১৯	৬.৩৮	৫.০৩	০.৪৯	১১.৯০
তেলজাতীয় ফসলের বীজ	২৩১১৪	২৩৯৬	১৮৭১	৫৭৮	৪৮৪৫	১০.৩৭	৮.০৯	২.৫০	২০.৯৬
মোট	১১২১৮১৭	১৪৯৩৪৫	৪৪৯৪৫	১২৯৪২০	৩২৩৭১০	১৩.৩১	৪.০১	১১.৫৪	২৮.৮৬

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩, বীজ অনু বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় চাহিদার ৭১.১৪% বীজ চাষিদের নিজস্ব বীজ, বদলিকৃত বীজ কিংবা স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করে মিটানো হয়; এ বীজের গুণগতমান অজানা এবং সাধারণত নিম্নমানের। বাংলাদেশে ফসলের নিম্নউৎপাদনশীলতার একটা বড় কারণ ফসল উৎপাদনে চাষি কর্তৃক সংগৃহীত/সংরক্ষিত নিম্নমানের বীজের ব্যবহার। সুতরাং গুণগতমানসম্পন্ন উন্নতমানের বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের প্রথমত জানা প্রয়োজন কী কারণে গুণগতমানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার এত কম। এর অনেকগুলো সম্ভাব্য কারণ (Factor) থাকতে পারে। যেমন গুণগতমানসম্পন্ন বীজের অপর্যাপ্ততা, বীজের মূল্য চাষির নাগালের বাইরে, চাষির কারিগরী জ্ঞানের অভাব, চাষির পছন্দনীয় জাতের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ বীজ ব্যবস্থাপনা, গুণগতমানসম্পন্ন বীজের তথ্য চাষিপর্যায়ে সম্প্রসারণের অভাব, কাঙ্খিত ফলন না পাওয়া, ফসলের বাজারদর কাঙ্ক্ষিত না হওয়া, উৎপাদন খরচ বেশি হওয়া, বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হওয়া ইত্যাদি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএডিসি বিভিন্ন ফসলের যথা ধান (আউশ, আমন, বোরো), গম, বীজআলু, তেলবীজ (সরিষা, চিনাবাদাম, তিল), এবং ডালবীজ (মুগ, মুসুর, মাস) ফসলের ১,৪৯,৩৪৫ মে.টন বীজ সরবরাহ করেছে যা বীজের জাতীয় চাহিদার ১৩.৩১%। বিএডিসি সামগ্রিক কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদার ন্যূনতম অংশ সরবরাহ করলেও দানাদার ফসলের উফশী বীজ সরবরাহে লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বীজের কৃষিতাত্তিক চাহিদার বিপরীতে বিশাল পরিমাণে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা। এজন্য ফসলভিত্তিক বীজের চাহিদা এবং সরবরাহ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের মোট কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ১১,২১,৮১৭ মে.টন এর মধ্যে বীজআলুর চাহিদা ৭৫১৪১০ মে.টন যা মোট বীজ চাহিদার ৬৬.৯১%। ঐ বছরে বিএডিসি (৩২২৩৫ মে.টন, ৪.২৯%) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (৬৫৯৭১ মে.টন, ৮.৭৮%) মিলে মোট বীজআলু সরবরাহ করেছিল ৯৮২৪৬ মে.টন (১৩.০৭%)। এমতাবস্থায়, বীজআলুর উৎপাদন বর্তমান পরিমাণের তুলনায় আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে। SDG-২০৩০ অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বিএডিসির বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২,০৫,০০০ মে.টনে উন্নীত করার সবচেয়ে সহজ এবং সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হচ্ছে বীজআলুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বিগত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের মোট কৃষিতাত্তিক চাহিদা ১১২১৮১৭ মে.টন থেকে বীজআলুর চাহিদা ৭৫১৪১০ মে.টন বাদ দিলে অবশিষ্ট বীজের প্রয়োজন হয় ৩৭০৪০৭ মে.টন যা মোট চাহিদার ৩৩.০২%। বীজ আলু ব্যতীত অবশিষ্ট চাহিদাকৃত ৩৭০৪০৭ মে.টন বীজের এর মধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ২২৫৪৬৪ মে.টন যা চাহিদার ৬০.৮৬%। বীজআলুর চাহিদা ও যোগান ব্যতীত অন্যান্য ফসলের বীজের

চাহিদা এবং সরবরাহের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

টেবিল নং২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বীজআলু বাদে অন্যান্য বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ও যোগানের শতকরা হার

ফসলের নাম	বীজের চাহিদা	বীজের জোগান				শতকরা হার			
		বিএডিসি	ডিএই	বেসরকারি	মোট	বিএডিসি	ডিএই	বেসরকারি	মোট
আউশ ধানবীজ (উফশী)	২৭৩৭৫	৬৬৩৯	৪৯০০	১০৭১	১২৬১০	২৪.২৫	১৭.৯০	৩.৯১	৪৬.০৬
আমন ধানবীজ (উফশী	১৩৫৪০৫	২৪৯৬৫	১৩৬২৮	১৫২০০	৫৩৭৯৩	১৮.৪৪	১০.০৬	১১.২৩	৩৯.৭৩
বোরো ধানবীজ (উফশী)	১১৪৫২৫	৬৫৬৯০	২০৫২০	৪৫৭৪০	১৩১৯৫০	৫৭.৩৬	১৭.৯২	৩৯.৯৪	১১৫.২২
গমবীজ	৪৪৬১৮	১৫৮০১	২৭১১	৭৩৫	১৯২৪৭	৩৫.৪১	৬.০৮	১.৬৫	৪৩.১৪
ডালজাতীয় ফসল	২৫৩৭০	১৬১৯	১২৭৫	১২৫	৩০১৯	৬.৩৮	৫.০৩	০.৪৯	১১.৯০
তেলজাতীয় ফসল	২৩১১৪	২৩৯৬	১৮৭১	৫৭৮	৪৮৪৫	১০.৩৭	৮.০৯	২.৫০	২০.৯৬
মোট	৩৭০৪০৭	১১৭১১০	৪৪৯০৫	৬৩৪৪৯	২২৫৪৬৪	৩১.৬২	১২.১২	১৭.১৩	৬০.৮৭

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩, বীজ অনু বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরে উফশী বোরো ধানবীজের মোট কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ছিল ১১৪৫২৫ মে.টন যা বীজআলু ব্যতীত অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় বীজের ৩০.৯১%। এবছর বিএডিসি ৬৫৬৯০ মে.টন (৫৭.৩৬%), ডিএই ২০৫২০ মে.টন (১৭.৯২%) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪৫৭৪০ মে.টনসহ (৩৯.৯৪%) মোট ১৩১৯৫০ মে.টন উফশী বোরো ধানবীজ সরবরাহ করে যা মোট উফশী বোরো ধানবীজের চাহিদার ১১৫.২২%। অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদার অতিরিক্ত ১৭৪২৫ মে.টন বোরো ধানবীজ উৎপাদন করা হয়েছে। সুতরাং ১০০% উফশী আবাদি জমিতে কৃষক ১০০% স্বীকৃত উৎস থেকে বীজ ব্যবহর করলেও ১৭৪২৫ মে.টন বীজ অব্যবহৃত থাকবে। এমতাবস্থায়, বিএডিসি উফশী বেরো ধানবীজের উৎপাদন ৬৫,৬৯০ মে.টন থেকে ১৭৪২৫ মে.টন কমিয়ে ৪৮,২৬৫ করলে উফশী বোরো ধানবীজের চাহিদার ঘাটতি হবে না এবং বিএডিসি তথা সরকার লোকসানের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

ধান, গম ও ভুট্টা ফসলের বীজ

একই বছরে আমন ধানবীজের মোট কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ছিল ১৩৫৪০৫ মে.টন, যা অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় বীজের প্রায় ৩৬.৫৬%। এর মধ্যে ঐ বছর বিএডিসি ২৪৯৬৫ মে.টন (১৮.৪৪%), ডিএই ১৩৬২৮ মে.টন (১০.০৬%) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ১৫,২০০ মে.টনসহ (১১.২৩%) মোট ৫৩৭৯৩ মে.টন বীজ সরবরাহ করে যা মোট আমন ধানবীজের চাহিদার ৩৯.৭৩%। ঐ অর্থ বছরে গমবীজের মোট কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ছিল ৪৪৬১৮ মে.টন যা বীজআলু ব্যতীত অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় বীজের ৮.৫৩%। এর মধ্যে বিএডিসি ১৫৮০১ মে.টন (৩৫.৪১%), ডিএই ২৭১১ মে.টন (৬.০৮%) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৭৩৫ মে.টনসহ (১.০৬%) মোট ১৯২৪৭ মে.টন গমবীজ সরবরাহ করে যা মোট গমবীজের চাহিদার ৪৩.১৪%। ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ ৪৮৪৮৪ মে.টন। এর মধ্যে ঐ বছর বিএডিসিসহ সরবরাহকৃত বীজের পরিমাণ ৪০১৫ মে.টন যা মোট চাহিদার ৮.২৮%। কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদার তুলনায় এসকল বীজের যোগান অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় বীজের দর পুন:নির্ধারণ করতে হয় এর যথাযথ কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

উপরে বীজের চাহিদার যে বিশ্লেষণ দেখানো হলো তা কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বীজের কৃষিতাত্তিক চাহিদার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। কেবলমাত্র কৃষিতাত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং আরও অনেক ফ্যাক্টর এখানে জড়িত যার একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লিখিত বেরো ধান, আমন ধান, গম, আলু এবং অন্যান্য ফসলসমূহের বীজের কৃষিতাত্তিক চাহিদার যথাক্রমে ৭৩.০৭%, ২১.৪১%, ৫০.৩৬%, ৯.২২% এবং ২৫.৯২ % বীজ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বেরো ধানবীজের ২৩০৫৩.০৪০ মে.টন (৩৬.৬৪%), আমন ধানবীজের ৭৩৭.১৪২ মে.টন (০.৫০%), গমবীজের ৯৮৬৫.৩৬০ মে.টন (৫৫.৪৩%), আলু বীজের ৫০৮৩.৮৩০ মে.টন (১৬.০০%) এবং অন্যান্য বীজের ১১৫৪.৫০ মে.টন (৬.৬৩%) পুনঃনির্ধারিতদরে বিক্রি করা হয়েছিল (কৃষি

মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদনঃ ২০১৮-১৯ এবং বিএডিসির বার্ষিক প্রতিবেদন)। যা প্রমাণ করে কৃষিতাত্তিক চাহিদাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়, অন্যথায় সমুদয় বীজ নির্ধারিতদরে বিক্রি হতো। এমতাবস্থায়, আমাদের জানা প্রয়োজন কি কারণে গুণগতমানসম্পন্ন বীজের যোগান থাকা সত্ত্বেও কৃষক তা ব্যবহার করেনা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে ডিএই কর্তৃক বীজের যোগানের যে তথ্য দেখানো হয়েছে ন্যাশনাল সিড বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত Seed Standard এবং বীজের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই বীজকে গুণগতমানসম্পন্ন বলা যায় কি ? ডিএইর বিবরণ অনুযায়ী এ বীজ চাষির বাড়িতে সংরক্ষিত থাকে এবং চাষি তার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার, বিক্রি ও বিনিময় করে থাকে। সুতরাং চাষির বাড়িতে সংরক্ষিত বীজের গুণগতমান এবং কত ভাগ বীজ ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় সে তথ্য জানা প্রয়োজন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিএইর চাষিদের মাধ্যমে উৎপাদিত ও সংরক্ষিত গুণগতমাণসম্পন্ন আউশ ও বোরো ধানবীজ বিএডিসি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয় কিন্তু এর ফলাফল ছিল হতাশাজনক। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বীজের যোগানের যে তথ্য দেখানো হয়েছে তার যথার্থতাও প্রশ্নবিদ্ধ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত বেশ কয়েকজন বীজডিলার কাম বীজ উদ্যোক্তাকে তাদের উৎপাদিত বীজের তথ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান, "প্রতি বছর তারা যে পরিমাণ বীজ উৎপাদন করে বিক্রি করে থাকেন তার আংশিক তথ্য এসসিএকে প্রদান করে থাকেন"। উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিকল্পনা ত্রুটি মুক্ত নয়। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য বিশ্লেষণে মনে হচ্ছে আপতত কোন কোন ফসলের বীজের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির কোন সুযোগ নাই। তাহলে কি আমরা এখানে থেমে যাব? কখনো না, বরং কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদার শতভাগ গুণগতমানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

গুণগতমাসম্পন্ন বীজের পরিমাণ নির্ধারণে SRR, APA এবং SDG-২০৩০ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০৩০ সাল পর্যন্ত উৎপাদন প্রক্ষেপণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এখানে SRR যথাযথ ভাবে বিবেচনা করা হয় নাই বরং কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদাকে ভিত্তি ধরে নেয়া হয়েছে। কোন কোন প্রক্ষেপণে ২০১২-২০৩০ সাল নাগাদ বোরো ধান ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণও একই ধরা হয়েছে। অথচ প্রতিবছর আবাদি জমির পরিমাণ কমছে (বিএডিসির বীজ উৎপাদন প্রক্ষেপণ, ২০৩০)। উফশী বীজের ব্যবহার থেকে হাইব্রিড বা অন্য ফসলে স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিএডিসির বীজের গুণগতমান ভাল হওয়ায় এবং চারা উৎপাদন ও ব্যবহার কৌশল পরিবর্তন হওয়ায় বীজহারও কমছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরে বোরো হাইব্রিড ধানবীজের সরবরাহ ছিল ১২,৬৬৫ মে.টন এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সরবরাহকৃত বীজের পরিমাণ ১৪৬৯৩ মে.টন। অর্থাৎ প্রতিবছর বোরো হাইব্রিড ধানবীজের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উফশী বোরো ধানবীজের ব্যবহার ব্যস্তানুপাতে তিন গুণ হারে কমবে।

বীজের চাহিদার সাথে আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলিও জড়িত থাকে। বিগত ২০১৭-১৮ বিতরণবর্ষে বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত দরে বিক্রিত বোরো ধানবীজের পরিমাণ ৬৪৩৪৮.০০ মে.টন যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এর অন্যতম কারণ ঐ বছর ধানের (খাদ্যশস্য) বাজার দর ছিল প্রতিকেজি ২০-২৫ টাকা। অন্যদিকে বিগত ২০১৮-১৯ বিতরণ বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রিত বীজের পরিমাণ ৪০৩৩১.০০ মে.টন যা পুর্ববর্তী বছর থেকে ২৩৯১৭ মে.টন কম। এর মূল কারণ এই বছর ধানের (খাদ্যশস্য) বাজারদর ছিল প্রতি কেজি ১২-১৫ টাকা। ধান ফসল আবাদের জন্য ধানের বাজারদর একটি অন্যতম নিয়ামক। যদি বাজারের (Market Intelligent) তথ্যসমূহ বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, কৃষক যদি ধান আবাদ করে লাভবান হতে পারে তবে বীজ ক্রয় করে অন্যথায় বীজ ক্রয় করবে না। বিগত দুই বছর ধানের বাজারদর ভাল থাকায় কৃষক ধান উৎপাদনে আগ্রহী হয়েছেন।

বিএডিসি কর্তৃক রংপুর অঞ্চলে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, তারা রবি মৌসুমে ভারতীয় বিভিন্ন জাত (জিরাশাইল, চম্পাকাটারি, মিনিকেট ইত্যাদি) চাষ করছেন যা ঐ অঞ্চলের ব্যবহৃত বীজের ১০-১৫ ভাগ। আমন মৌসুমে স্বর্ণা (বিভিন্ন নামে), রড মিনি ইত্যাদি চাষ করছেন যা ঐ অঞ্চলের মোট ব্যবহৃত বীজের ৭০-৮০ ভাগ (বিএডিসি কর্তৃক রংপুর অঞ্চলে পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন)। এছাড়াও ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি তৈরীর কারণে প্রতিবছর একটি নিদির্ষ্ট হারে (০.৪৫%, SVRS-২০১৮) আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে।

এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বীজ চাহিদা (Seed Demand) যা কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রদত্ত প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয় না। সকল সংস্থা বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদার (Agronomic Requirement) উপর ভিত্তি করে স্ব স্ব প্রক্ষেপণ বা পরিকল্পনা তৈরি করছেন। কিন্তু বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা এবং বীজ চাহিদা এক নয়। কোন ফসলের আবাদি জমির পরিমাণকে বীজহার (কেজি/হেক্টর) দিয়ে গুণ করলে বীজের যে পরিমাণ দাঁড়ায় তাই কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা। কিন্তু বীজের চাহিদা অনেকগুলো Factor এর উপর নির্ভর করে। যেমন ফসল ভিত্তিক কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা, এসআরআর, চাষির বীজ ক্রয়ের আগ্রহ, কৃষকের নিকট জাতের গ্রহণযোগ্যতা, পছন্দনীয় জাতের বীজের সহজলভ্যতা, চাষির ক্রয়ক্ষমতা, মার্কেট ব্যবস্থাপনা, ফসলের উৎপাদন খরচ, ফসলের বাজারমূল্য, সরকারের ভর্তুকিসহ বহুবিধ বিষয়। সুতরাং বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা অনুযায়ী নয় বরং বীজ চাহিদা অনুযায়ী বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। সর্বোপরি বিএডিসি'র বীজের বাজার চাহিদা নিরূপণের জন্য নিজস্ব কোন প্রযুক্তি নির্ভর কৌশল নাই। ডিএই ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা এবং বিগত বছরের বিক্রির গতিধারা ইত্যাদি বিষয়কে ভিত্তি ধরে সিড প্রমোশন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বীজ উৎপাদন ও বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং সকল ফসলের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদার পাশাপাশি বীজ চাহিদা জানা একান্ত জরুরি। বিএডিসির গবেষণা সেলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত Market Monitoring এর মাধ্যমে Market Sharing ও Market Intelligent বিবেচনা করে বীজ চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বীজ সম্পর্কিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক ভাবে জেনে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। তা হলে বীজের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহারে শতভাগ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। আর এটি হবে SDG-২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার টেকসই পদ্ধতি।

খাদ্য নিরাপত্তায় বিএডিসি

অচিন্ত্য কুমার দাস, কর্মসূচি পরিচালক (বীআমক), বিএডিসি, ঢাকা

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে যার প্রভাব পড়বে কৃষির উপর। কৃষিও এই জলবায়ুর প্রভাব ও খাদ্য সংকটের মুখোমুখি এসে দাড়াবে। আবাদী জমির পরিমাণ, জনসংখ্যা ও জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষির জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। উন্নত মানের ভাল বীজ, সুষম সার, পরিমিত সেচ এবং ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষির যুগোপযোগী উন্নয়ন এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সে সাথে চ্যালেঞ্জ হলো এসডিজি গোল ২ অনুসারে ২০৩০ সালে zero hunger নিশ্চিত করা ।

খাদ্য নিরাপত্তা:

১. জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর মতে খাদ্য নিরাপত্তা হচ্ছে-"সব মানুষের জন্য সব সময়ে পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের লভ্যতা"।

২. USDA (United States Department of Agriculture) খাদ্য নিরাপত্তাকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে-"একটি পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ হলো-এর সব সদস্যের জন্য সব সময়ে পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা যাতে তারা একটি কর্মঠ ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারে"।

জলবায়ু পরিবর্তন:

UNFCCC (United Nations Farmwork Convention on Climate Change) এর ধারা-১ অনুযায়ী জলবায়ুর পরিবর্তন বলতে বিশ্বব্যাপী বায়ুমন্ডলের গঠনকে নষ্ট করে এমন সব পরিবর্তনকে বুঝায়-যা মানুষরে ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বিগত প্রায় ২০০ বছর ধরে শিল্প উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে গ্রীন হাউজ গ্যাস (Green House Gass `GHGs) নির্গত হচ্ছে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর দায়ভাগই ৫০%। গত ৬ লক্ষ ৫৩ হাজার বছরের ইতিহাসে atmosphere এ এখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের পরিমাণ সর্বোচ্চ Carbob-dioxide (Co2) and Methane (CH4) are reponsible for more than 90% of the Global Warming। বিগত কয়েক দশক ধরে এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানবকূল। পনি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, ভুমি ব্যবহার ও পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন। এ জলবায়ুর পরিবর্তন দ্বারা-

(ক) বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ২-৪০ সে.।

(খ) বরফ গলা শুরু হয়েছে। ফলে গ্রীষ্মকালে বন্যার ঝুঁকি এবং শীতকালে পানি স্বল্পতার হুমকিতে আছে বিশ্বের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ জনগোষ্ঠী। এর প্রভাবে বেশি ঝুঁকিতে আছে ভারতীয় উপমহাদেশ, চীনের বিভিন্ন অঞ্চল এবং আমেরিকার এ্যান্ডেস এলাকা। ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে, সাগরে acidification হচ্ছে।

(গ) সমুদ্রপৃষ্ঠ ২০ সে.মি.-১ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে দেশের এক পঞ্চমাংশ স্থলভূমি তলিয়ে যাবে; প্রবল ঝড়ঝঞ্জা, অতিবৃষ্টি, বণ্যা, খরা বেড়ে যাবে। খাদ্যাভাব, অপুষ্টি ও রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা আরো বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) বিশ্বে প্রায় ২০ কোটি লোক গৃহচ্যুত হতে পারে । তন্মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ৩ কোটি।

(ঙ) আঞ্চলিক আবহাওয়া ও পানিচক্র (Water cycle) পরিবর্তন হবে।

বীজের গুরুত্ব:

কৃষির উন্নয়নে বীজই প্রধান ও মূখ্য উপকরণ। বীজ ভাল না হলে অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার ফলপ্রসূ হয় না, কখনো কখনো একেবারেই অপচয় হয়। ভাল বীজ ১৫-২০% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করতে সক্ষম। ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে বীজের গুরুত্ব অনুবাধন করে বিশিষ্ট গুণীব্যক্তি "কেলি" ১৯৮৫ সালে বলেছিলেন-

SEEDs are the FOCAL POINT around which strategies to boost crop yield can be built (kelly-1985) সুতারাং মানসম্পন্ন বীজকে কেন্দ্রবিন্দু ধরেই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের কৌশলগত পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

Quality Seed VS Yield Potential:

বীজ শুধুমাত্র ভাল হলেই চলবে না, সেই বীজের অধিক ফলন দেয়ার কৌলিক ক্ষমতা (Genetic Potential) রয়েছে কিনা তা এখন অত্যন্ত বিবেচনাযোগ্য বিষয়। অর্থ্যাৎ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জাত নির্বাচন করা জরুরি। প্রতিটি জাতের উৎপাদন ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন। উন্নত জাতের হেক্টর প্রতি ফলন ৭.৫০ হতে ৬.৫০ টন , বেশ কিছু হাইব্রিড ধানের ফলন ক্ষমতা রয়েছে হেক্টর প্রতি ১০ টন। পক্ষান্তরে এমন কিছু জাত আছে যার ফলন ক্ষমতা হেক্টর প্রতি মাত্র ৩.৫০ টন, ৪ টন বা ৪.৫০ টন। অধিক ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের ভাল বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার বরারর কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন সময়ের প্রেক্ষপটে অত্যন্ত জরুরি। বীজ ভাল কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অন্যান্য গুণাগুণ পরীক্ষার পাশাপাশি বীজের তেজ এবং বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও আবশ্যক। বপনের পূর্বে বীজ শোধন প্রযুক্তি'র মাধ্যমে বীজ শোধন করে নিতে হবে ।

ভাল বীজ ব্যবহার, সার, পানিসেচ ও আধুনিক ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন জাতগুলোর ১০০% Yield Potential অর্জন করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উচ্চ ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের ভাল বীজ খাদ্য-ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। উচ্চফলনশীল ইনব্রিড ও হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে Vertical Expansion নিশ্চিত করা সম্ভব। চীন , দক্ষিণ কোরিয়া এই প্রযুক্তি অনুসরণ করে খাদ্য নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করেছে তেমনী ধানী জমির পরিমাণ কমিয়ে এনে অন্যান্য ফসলের জন্য তা ব্যবহার করছে । কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা গেলে উচ্চ ফলনশীল জাতের অধীনে বর্তমান ধানী জমির ৭৫% ব্যবহার করেই খাদ্য নিরাপত্তার দেওয়া সম্ভব। বাকী ২৫% জমি ডাল ও তৈল, শাক-সবজি, ফল ইত্যাদি উচ্চ-মূল্য ফসলের (High value crops) জন্য ছাড় করা যাবে। জাতীয় পুষ্টি ও সুষম খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য ইহা একটি সুচিন্তিত করণীয় বিষয় হতে পারে।

বিএডিসি বীজ কার্যক্রম:

১৯৬১ সালে মাত্র ১৩.৮ মে.টন বীজ নিয়ে বিএডিসির বীজ কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ৩৪ টি খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে বীজ সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ১,৫৮,১৩৯.০১৭ মে.টন। চুক্তিবদ্ধ বীজ

উৎপাদন পদ্ধতির আওতায় ৮৮ টি কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন ও ১,০১,১৩৪ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি রয়েছে। ৬৫ টি আধুনিক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র, ৪টি অটোসিড প্রসেসিং প্লান্ট, ৩০ টি বীজআলু হিমাগার রয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার ও ১০০ টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ও ১০,০৮৩ জন বীজ ডিলার নিয়ে একটি সুসংগঠিত মার্কেটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৪ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ফল-ফুল, বনজ, ঔষধি, মসলা ও সবজি চারা/কলম উৎপাদনসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ প্রর্দশনী ও সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএডিসি বীজ ব্যবহারের গুরুত্ব :

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএডিসি উফশী বীজ ব্যবহার দ্বারা সম্ভাব্য খাদ্য শস্য উৎপাদন

ক্রমিক নং	বৎসর	বীজ ফসলের নাম	বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ (টন)	হেক্টর প্রতি বীজ হার (কেজি)	বিএডিসি বীজ দ্বারা চাষকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)	সম্ভাব্য চাল উৎপাদন (টন/হেঃ)	সম্ভাব্য খাদ্য উৎপাদন (টন)
১	২০২২-২৩	আমন	২৪৯৬৫	২৫	৯৯৮৬০০	৪	৩৯৯৪৪০০
		বোরো	৬৬০৭৬	২৫	২৬৪২৬৮০	৫	১৩২১৩৪০০
		আউশ	৬৬৩৯	২৫	২৬৫৫৬০	৩	৭৯৬৬৮০
	মোট		৯৭৬৭১		৩৯০৬৮৪০		১৮০০৪৪৮০

সূত্রঃ বিএডিসি

জাতিসংঘের অনুমান অনুযায়ী ২০৩০ এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়াবে ১৮৬ এবং ২০২ মিলিয়নে (জাতিসংঘ,২০১৫)।

জনসংখ্যা এবং খাদ্য শস্যের চাহিদা (মাথাপিছু)

অভিক্ষেপ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মাথাপিছু চাহিদা (কেজি)	বার্ষিক জাতীয় চাহিদা (মিলিয়ন.টন)
		চাল	
২০১০	১৫১	১৭০.৫	২৫.৭৬
২০৩০	১৮৫	১৬২.৭	৩০.১১
২০৫০	২০২	১৪৫.৮	২৯.৪৫

সূত্র : তাসমিনা,২০১৬

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা :

গাছের চাহিদা মোতাবেক মাটিতে পানি সরবরাহ ভাল ফলনের পূর্বশর্ত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম পানি উভয়ই শস্যের ফলন বৃদ্ধির অন্তরায়। গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ শস্যেরই ৮০-৯০ শতাংশ শিকড় উপরের প্রথম এক হতে দেড় ফুট মাটির মধ্যে থাকে। এমতাবস্থায়, মাটির প্রথম এক হতে দেড় ফুট গভীরতা পর্যন্ত সেচের পানির মাধ্যমে ভিজিয়ে গাছের প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে, সেচের পানির পরিমান পানির উৎস হতে জমির দূরত্বের উপর নির্ভরশীল ।

বিএডিসি সেচ কার্যক্রম :

দেশের আবাদযোগ্য জমি ৮১.২০ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে বিএডিসি'র মাধ্যমে সেচকৃত এলাকা ৮.০০ লক্ষ হেক্টর (দেশের ১৪%)। ৩৩৮৯৬টি গভীর নলকূপ, ১৪৬৯৯৮০ টি অগভীর নলকূপ, ২০৫২১২টি এলএলপি, ১১৪০২ কি.মি খাল পুনঃখনন, ২৯১ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, ৭৭৯১ টি শক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ৫৭৫টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ১২৫২৪ কি.মি ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভাস্থ সেচনালা নির্মাণ, ১১০৩৭টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং ১৬টি রাবার/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে সেচ কায়ক্রম চলমান রয়েছে।

বিএডিসি'র সারের কার্যক্রম:

বিএডিসির সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু ১৯৬১-৬২ সালে। ১৯৯২ সাল থেকে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বেসরকারি খাতে ন্যস্ত করা হয়। ২০০৬-০৭ সাল থেকে পুনরায় সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিএডিসি'র মাধ্যমে শুরু হয়। সার বিতরন কার্যক্রমে বিএডিসি গুদাম সংখ্যা ৪৮৫। গুদামের ধারণ ক্ষমতা ২,৫৮,০০০ মে.টন। বিএডিসি'র নিবন্ধিত ডিলার সংখ্যা ৫০৩৫ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩.৯১৩ লক্ষ মে.টন টিএসপি, ৮.৩৩১ লক্ষ মে.টন এমওপি ও ৬.৮০২ লক্ষ মে.টন ডিএপি আমদানি করা হয়েছে এবং ৩.২২৬ লক্ষ মে.টন টিএসপি, ৬.১২৩ লক্ষ মে.টন এমওপি ও ৬.৬৬৬ লক্ষ মে.টন ডিএপি বিতরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ ভাবনা:

খাদ্যের একটি নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলা প্রয়োজন। উপর্যুপরি বন্যা, প্রচন্ড ঘুর্নিঝড়, সিডর ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগে ব্যাপক ফসল হানী ঘটে। ফলে দেখা দেয় প্রকট খাদ্য সংকট। বর্তমান বিশ্ব আজ এই খাদ্য সংকটের হুমকীর সম্মুখীন। টাকা দিয়েও অনেক সময় খাদ্য পাওয়া যায় না। তাই আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরই উৎপাদন করতে হবে। একটি সুন্দর সুষ্ঠু কৌশলগত কর্মপিরকল্পনা মাধ্যমে আমাদের জমি হতেই আমাদের খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব-সম্ভব নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা।

উপসংহার:

বৈপ্লবিক ভাবে (Revolutionary) কৃষিতে উন্নয়ন ঘটে না। বিবর্তনের (Evolutionary) সিড়ি বেয়েই কৃষির উন্নয়ন হয়। আমাদের প্রযুক্তি আছে, কৃষিনীতি-বীজনীতি আছে, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সর্বোপরি আমাদের রয়েছে এ সচেতনতা (Awareness) যে, মানসম্পন্ন বীজ (Quality seed) - খাদ্য = জনসংখ্যা (FOOD = PEOPLE) এই সমানুপাতিক হার বজায় রাখতে সক্ষম।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ: নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধান: আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তূপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডেল থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য এবং কর্মক্ষমতাও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কাটার আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত তথা -খাটো, লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান: বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখোনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতে চারার বাড়ন্ত কমে গেলে ভোরে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে প্লাবন সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গম: এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপন করতে পারলে ভালো হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টরে প্রতি ৫ কেজি কমে যেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরূপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার নিয়মমাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভোক্স বা অন্য ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি ও সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলু: এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০:১২০:১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল সার দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি: ইতোপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সবজির বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজ: ইতোমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌবক্স ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী মটর ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলের খুব একটা পোকামাকড় হয় না। রোগবালাই দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবিন ও বাদাম বীজবপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাস: এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শিঁকড় ছিড়ে না যায়। ২/১ টি সুস্থ সবল চারা লাইনে লাগাতে হবে। সব চারা না বাঁচলে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গম: গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

আলু: আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলু আগাম ধ্বসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমনে প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংরক্ষণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিষধকরূপে রোগের অনুকূলে আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন -৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল: সরিষা ফসলে (দীর্ঘ মেয়াদজাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষার জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলে এ সময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসল: এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে সবজি ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

'বিএডিসি'র বীজ বপন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

মরক্কো থেকে ডিএপি ও টিএসপি সার আমদানির লক্ষ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি ও মরক্কোর ক্যাসাব্ল্যাংকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান OCP, S.A এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আল কাসি সুফিয়ানি। এ সময় কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বিএডিসি'র ফেনী পাঁচগাছিয়া বীজ উৎপাদন খামার পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। এ সময় বিএডিসি'র নোয়াখালী ও ফেনী অঞ্চলের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বিএডিসি'র ফরিদপুর সার গুদাম পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। এ সময় বিএডিসি'র ফরিদপুর অঞ্চলের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন, ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।